অর্থ দিয়ে স্বপ্ন তৈরী

শেখর দেব

মা বাবা তার নাম রেখেছে 'প্রদীপ'। প্রদীপের শিখা যেমন ঠাকুর ঘরের অন্ধকারের দিকটা আলোকিত করে, তেমনি তার নামটাই রাখা হয়েছে, তার জীবন যেন, সেই ঠাকুর ঘরে ঐ জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতই হোক- তা আশা করে।

আমাদের ছোট্ট ধর্মনগরের আশেপাশেই তার বাড়ি তার বাবা রাজমিস্ত্রীর কাজ করে তাদের তিনটে পেট খুব কষ্ট করে চালনা করেন। বাবার এই ছোট্ট ঘরের বড় স্বপ্ন ছিল যে আমার ছেলে ভালো রেজাল্ট করে ভালো বড় চাকুরী পাবে। সত্যিই কী তার বাবার এই ইচ্ছা পূরণ হল।

ছেলের যখন বয়স পাঁচ বছর তখন তাকে সর্বপ্রথম শিক্ষাদানের জন্য 'গরীব ছাত্রছাত্রী ভবন" অর্থাৎ 'বালোয়াড়ী' থেকেই তার পাঠ্য জীবন শুরু করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন রনজয় বাবু। বাড়ীতে মা শ্রীমতি অর্চনা দেবী তাকে অ, আ, ক, খ..... এবং ইংরেজী বর্নমালা যাকে আমরা বলি A, b, c, d.....z শেখানো শুরু করেন।

দুই বছর পরের ঘটনা। তার বয়স তখন সাত। তখন তার বাবা ধর্মনগরের এক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করান। তখন থেকেই শুরু হয় তার প্রাথমিক শিক্ষাচর্চার ধাপ। প্রথম থেকেই সে ভালো, পড়াশুনায় মনোযোগী, বাড়ীতে একজন শিক্ষক
ও রেখে দেওয়া হল, যেন সে আরো ভালো পড়তে পারে। তখনও রনজয় বাবুর এই রাজমিস্ত্রীর কাজ করে মোটামোটি দিনযাপন করার মত অবস্থা ছিল।

একে একে কয়েক বছর চলে গেল, চলে গেল রনজয় বাবুর সেই কাজ করার দৈহিক ক্ষমতা এবং তার সাথে আরোও পড়াশুনার মনোযোগ বাড়তে লাগল প্রদীপের। তখন যে ক্লাস নাইনে। আর এক বছর পর তার জীবনের প্রথম বোর্ডের পরীক্ষা
যার নাম 'মাধ্যমিক' অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন নির্ধারনের প্রথম পরীক্ষা। সব মা-বাবার যেমন ইচ্ছে-যে আমার ছেলে ভালো পড়াশুনা করুক, ভালো রেজাল্ট করুক, তেমনি 'প্রদীপ'-র মা-বাবার ও সবার মত এটাই ইচ্ছে ছিল।

একবছর পার হয়ে গেল চোখের নিমিষে। চলে গেল সে ক্লাস 'টেন'-এ। শুরু হল তার পরীক্ষার জন্য প্রচুর লড়াই, তার সাথে অর্থের প্রয়োজন, বেড়ে গেল 'রনজয়'- বাবুর কাজ করার মাত্রা। তার গৃহশিক্ষক বা 'Private Tuitor' ছিল মাত্র একজন, যা কিনা বড় ঘরের ছেলে মেয়েদের থেকে কম মাত্র।

নাই মোর, পরীক্ষার 'ফিস' (Fees) জমা দিতে হবে '৩০০' টাকা। কিন্তু কী করে হঠাৎ যাবে এত টাকা পাওয়া যাবে। 'প্রদীপ' অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত বলেই দিল তার বাবাকে। বাবা ঠিক পরের দিনই টাকার বন্দোবস্ত করে ছেলের পরীক্ষার 'ফিস' এর টাকাটা হাতে তুলে দিলেন।

তারপর (দুই মার্চ) থেকে তার মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু। পরীক্ষা ভালোই হয়েছে। কয়েক মাস পর ফল প্রকাশের সময় এসে পড়েছে। ফল প্রকাশ ও হল কিন্তু পেল না First Division এর খেতাবটা মাত্র ৭ টি মার্কের জন্য। বন্ধুদের পেপার রিভিউ-র প্রস্তুতি দেখে সেও প্রস্তুত হল পেপার রিভিউ-র জন্য, কিন্তু টাকা ? কোথায় পাবে, বা কাকেই বলবে ? শেষ পর্যন্ত বলে দিলই বাবাকে। বাবা তো কষ্ট করেই এনে দিল ছেলের হাতে Review এর টাকা (৩০০ টাকা); তা দিয়ে শেষে পেয়েই গেল 'প্রদীপ' First Division এর খেতাব টা। বা ! বা ! ভাবতে অবাক লাগে এখন তো ৩০০ টাকার বিনিময়ে First Division পাওয়া যায়! যাই হোক যে করেই হোক পেল তো সে First Division। পূরন হল তার ইচ্ছা, মা-বাবার আশা।

তারপরও তো পড়তে হবে তাকে। কিন্তু কী করে ? ঘরের অবস্থা বেশী ভালো নয়। ইচ্ছে ছিল বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার। কিন্তু অর্থের অভাবে সব ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে গেল। কি করবে ? নিরুপায় হয়ে কলাবিভাগ (Arts) টাকেই সঙ্গী হিসাবে গ্রহন করল প্রদীপ। সময় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা ও আর আগের মত চলতে পারেন না। বন্ধ হয়ে গেল তার দৈনিক আর্থিক উপার্জনের স্থান। প্রদীপ আস্তে আস্তে আস্তে শুরু করল 'টিউশনি'। টিউশনি করে যা অর্থ উর্পাজন করে তা দিয়ে ঘরের তিনটি পেট চালিয়ে তার পড়াশুনার খরচ চালানোর তার জন্য খুব কষ্ট হয়ে পড়ত।

তেমনি ঘন্টি বেজে উঠল 'হায়ার সেকেন্ডারী' এর পরীক্ষা । পরীক্ষায় বসল প্রদীপ। ভালোই পরীক্ষায় হল প্রদীপের। অবশেষে সময় এল জীবনের দ্বিতীয় স্তরের এবং মূল্যবান পরীক্ষার ফল প্রকাশের। আবার ও সে পারলনা মাত্র চারটি মার্কের জন্য " First Division-এর 'খেতাবটা হাতে পেতে।

তখন তাদের অবস্থা ছিল 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়" এর মতো। আগের বারের মতো এখনও প্রদীপের ইচ্ছে ছিল পেপার টা review-তে দেওয়ার জন্য তার জন্য প্রয়োজন ২০০ টাকার। কিন্তু তার কাছে কোন রাস্তা ছিলনা সে টাকাটা উপার্জনের। অবশেয়ে সে পাঠাতে পারল না সেই review । মনে হত তার, যদি সে পেপারটা review তে দিত হয়ত তার রেজাল্টটা অন্যদের মত First Division এর খাতার প্রথম পৃষ্ঠারই নামটা থাকত। কিন্তু কী করবে সে, নিরুপায়। ওর সঙ্গে ওর ভাগ্য যে প্রতারনা করেছে.. কি ছিল তার অপরাধ যে সে First Division এর খেতাবটা পেল না, এটাই কি যে তার কাছে ২০০ টাকা দেওয়ার মত সামর্থ্য ছিল না। ২০০ টাকার দাম যার জন্য তার স্বপ্নটাই সুনামীর বিধ্বস্ত দ্বীপের মতো ধ্বংস স্তুপে
পরিনত হল।

পাঠকবৃন্দ মনে মনেই বিচার করুন, কত শত শত প্রদীপ ও তার মা, বাবার আশা এভাবে রাস্তার পাশে দাড়িয়ে থাকা একটা গাছের মতই অচল হয়ে গেছে। একটা কথা তবুও না লিখে থাকতে পারছি না, সেটা হল তার প্রতিকার।

যদি এমনটা হয় যে যাদের `Paper Review' তে পাঠানোর পর ১টি মার্কও যদি বাড়ে, তাহলে তাদের টাকাটা ফেরৎ দেওয়া হবে, তাহলে কিছু খানিকটা শিক্ষা পর্ষদের মান বা সম্মান আমার মতানুসারে আগের তুলনায় বেড়েই যেতে পারে। দেখুন না একবার করেই কি হয় ??

(চরিত্র সবটাই কাল্পনিক)